لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ৩১শে আগষ্ট ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ৮ম সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্‌ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা-তা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্‌ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানি (আইঃ)

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

৮ম সংখ্যা
৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ পরকাল ॥	মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	১৬৯
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥	এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার ॥	১৭৮
॥ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ॥	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী ॥	১৭৯
॥ সবুজের পৃষ্ঠা ॥	মোহাম্মাদ ফজলুল করীম মোল্লা ॥	১৮৪
॥ ঈমানের সনদ ॥	মোহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া ॥	১৮৫
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী ॥	১৮৬
॥ বিভিন্ন সংগ্রহ ॥	আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল ॥	১৮৯
॥ খবর ॥	॥	১৯২

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

نحمده و نصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ৩১শে আগষ্ট : ১৯৬৩ সন : ৮ম সংখ্যা

পরকাল

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ খণ্ডনের পর মানুষের মধ্যে অবস্থা ভেদ এবং তাহাদিগের দুঃখ ও দৈন্যের কারণ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে উক্ত বিষয় দুইটির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই এখন সে সম্বন্ধে কিছু পেশ করিতেছি।

সুখ দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ :

মানব সভ্যতার জটিলতার সহিত মানুষের সুখ ও দুঃখের কারণ দিনে দিনে জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু তবু চিন্তা করিলে প্রত্যেক বিষয়ের কারণ সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যাইবে। মানুষের স্বাস্থ্য ও রোগ, আনন্দ ও শোক, সুখ ও দুঃখ এবং দৈন্য ও বিপদাপদের কারণ পৃথক পৃথক পাত্রে ও ক্ষেত্রে পৃথক হইয়া থাকে। কোথাও প্রাকৃতিক নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন, কোথাও ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার বা অপ-ব্যবহার, কোথাও কর্মতৎপরতা বা শৈথিল্য

ও আলস্য, কোথাও সুস্থ বা বিরূপ সমাজ ব্যবস্থা ও জাতীয় বিধান ইত্যাদি আমাদিগের সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

বহুক্ষণ পানিতে সাঁতার কাটিয়া অসুস্থ হইলে উহার কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন। কাদায় দৌড়াইলে পড়িয়া যাইতে হয় জানিয়া বা জানাইয়া দেওয়া সত্বেও যখন কোন বালক কাদায় দৌড়াইতে গিয়া আছাড় খাইয়া দাঁত ভাঙ্গে, তখন উহার কারণ ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির অপব্যবহার। পিতার সঞ্চিত ধন ওয়ারিস সূত্রে পাইয়া কাজ কর্ম ছাড়িয়া বন্ধুবান্ধব সহ স্ফূর্তিতে মত্ত হইয়া অচিরে পথের ভিখারী হইলে উহার জন্য তাহার ব্যক্তিগত অলসতা ও অমিতাচারিতা দায়ী। এই দশার ফের প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার স্বোপার্জিত। কেহ কঠোর পরিশ্রম করিয়া বড় হইলে, তাহার শ্রমশীলতা তাহার পরিবর্তিত ভাগ্যের কারণ। কেহ সর্বস্ব কুরবানী করিয়া ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া বড় করে, আবার কেহ ছেলেমেয়েদিগকে শুধু খাওয়াইয়া পরাইয়া, লেখাপড়া ও কাজ কর্ম না শিখাইয়া অলস ও অমিতাচারী করিয়া অবনতির পথে নামাইয়া দিয়া যায়। কোথাও পিতামাতার কুরবানীর সহিত ছেলেমেয়েদের মনোযোগ ও প্রচেষ্টা সংযুক্ত হইয়া উত্তম ফল লাভ হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার কুরবানীর সহিত ছেলে-মেয়েদের মনোযোগ ও প্রচেষ্টা সংযুক্ত না হওয়ায় ফলভ্রষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবে এক একটি অবস্থার পিছনে সাক্ষাৎ কতকগুলি কারণ কাজ করিতে দেখা যায়। জনসাধারণের এক জোটে দুঃখের কারণ কিছু জটিল। কিন্তু দেখা যায়, যে দেশ বা জাতির সমাজ ব্যবস্থা উন্নত ধরণের এবং উহাতে জন-কল্যাণের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি ও স্থায়ী প্রচেষ্টা চালু রাখা হয়, সেখানকার জনসাধারণের অবস্থা ভাল এবং কোন দেশে ইহার উল্টা অবস্থা বিরাজ করিলে সেখানকার অবস্থা ভিন্ন-রূপ। যাহারা দেশ ভ্রমণ করেন তাঁহারা এ কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অবস্থাভেদের দায়ীত্ব ঃ

অবস্থা ভেদের জন্য মানুষ এক সীমা পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এবং আর এক সীমা পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থা দায়ী। কতকগুলি কাজ ব্যক্তির চেষ্টায় হয় এবং কতকগুলি কাজ সমষ্টির প্রচেষ্টায় হয়। চিন্তা করিলে দেখা যাইবে ব্যক্তির কাজেও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অনেকের শ্রম ও সাহায্য সংযুক্ত থাকে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই কাজের ফলে জনগণের একটা ন্যায়সঙ্গত অংশ ও অধিকার রহিয়াছে এবং তাহারা উহা পাইবার হকদার। এই সত্য এবং দাবীকে উপলব্ধি করিয়া সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি সকলেরই জনকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ইহা করিলে মানব সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। উহাতে

সমাজ পরিচালনার জন্য স্বাভাবিক যে ভেদ থাকা প্রয়োজন তাহা থাকিবে ; কিন্তু মানুষের জীবন ধারণের মান সাধারণভাবে ভাল হইতে বাধ্য। আল্লাহ-তা'লা তাই সমাজের কর্ণধারগণের উপর কতকগুলি বিশেষ দায়ীত্ব অর্পন করিয়াছেন। সেগুলি নিয়মিতরূপে পালিত হইয়া আসিলে সমাজে অবস্থা-বৈষম্যজনিত দুঃখ ও দৈন্যের নালিশের বড় একটা অবকাশ থাকিত না।

ঐশী নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থা :

প্রথম মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্-তা'লা হযরত আদম (আঃ)-কে যে সকল সূত্র শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের সুরা তা'হার ৭ম রুকুতে স্থান লাভ করিয়াছে এবং সেগুলি পালন করিলে আজও আমাদিগের সমাজ জীবন সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :

ان لك الا تجوع ولا تعرى -
و انك لا تظمؤا فيها و لا تضحى -

অর্থাৎ "সেখানে (পৃথিবীতে) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তোমরা ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গ থাকিবে না, পিপাসাতুর থাকিবে না এবং সূর্যতলে অনাবৃত থাকিবে না।"

এখানে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এমন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করার যাহাতে—

১। কেহ ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং সকলের দেহ, মন ও আত্মার খোরাকের যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকিবে।

২। সকলের লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী কাপড় চোপড় পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। সকলের তৃষ্ণা নিবারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়ের ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। এবং সূর্যের গতি জনিত রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতাতপ হইতে গা বাঁচাইয়া বসবাস করিবার জন্য প্রয়োজনীয় গৃহের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে সংকীর্ণচিত্ততা ও উহার বিষময় ফল :

উপরোক্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ্-তা'লা প্রকৃতির ভাণ্ডারে অফুরন্ত উপাদান রাখিয়া দিয়াছেন। প্রথম মানব সমাজের জীবন যাত্রার পদ্ধতি একান্ত সহজ ও সরল ছিল, এবং তাহাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু সহজলভ্য ছিল। তখন জনসংখ্যা অল্প ছিল এবং জরুরী সহজলভ্য বস্তুও ছিল প্রচুর। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল তাহাদিগের জীবন যাপনের দ্রব্যসম্ভার তেমনি জটিল হইতে লাগিল। তখন তাহাদিগের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংসারাসক্ত মানুষের মনে

শয়তান আসিয়া ভর করিল। জড় প্রেম তাহাদিগের মনে সংকীর্ণতা ও সীমার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের স্বার্থবুদ্ধিকে উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিল। তাহারা প্রমাদ গণিল, যদি প্রকৃতির ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দুঃখে পড়িতে হইবে; হয়ত বা পরিবার সহ মরিতে হইবে। আল্লাহ্-তা'লার দানের শেষ নাই, প্রকৃতির ভাণ্ডার যে অফুরন্ত তাহা তাহারা ভুলিয়া গেল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন:

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا -

শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখায়, এবং মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, অথচ আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁহার তরফ হইতে ক্ষমার এবং প্রাচুর্যের।" (সুরা বকরা, ৩৭ রুকু)। ইহা আল্লাহ্-তা'লার প্রতিশ্রুতি যে দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা প্রাকৃতিক নিয়মে যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক না কেন প্রকৃতির ভাণ্ডারে তাহাদিগের জীবনধারণের উপযোগী উপকরণের কোন দিন অভাব ঘটিবে না। আল্লাহ্-তা'লা যেরূপ অসীম ও অনন্ত তাঁহার দানও তদ্রুপ অসীম ও অনন্ত। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ব্যক্তির অভাব পুরণের জন্য এক সীমা পর্যন্ত ব্যক্তির চেষ্টা যথেষ্ট; কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিলে প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রকৃতিও জটিল হইয়া পড়ে। তখন উহার প্রস্তুতির জন্য অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্তির সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্যক্তির চেষ্টা বা বহুর প্রচেষ্টা-প্রসূত, উভয়ের ফলে সর্ব সাধারণের একটা ন্যায্য অংশ থাকে। সেই অংশ তাহাদিগকে ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টন করিয়া দিলে কাহারও জীবন-যাত্রা দুর্ভর হয় না এবং অভাব জনিত ন্যায়সঙ্গত কোন অভিযোগ থাকে না। যখন সকলে জানিবে এবং দেখিবে যে সকল কাজের ফলে তাহারা অংশীদার, তখন প্রয়োজনের পরিমাণ যতই বেশী এবং উহার সংগ্রহ পদ্ধতি যতই জটিল হউক না কেন, সর্ব সাধারণের প্রচেষ্টা ও সহযোগীতা তত বেশী আন্তরিকতাপূর্ণ ও গভীরতর হইবে এবং প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থাও তত সহজ, সচ্ছল এবং আনন্দপ্রদ হইবে। এই সত্য ও শিক্ষাই আল্লাহ-তা'লা হযরত আদম (আঃ)-এর মারফৎ আমাদিগকে দিয়াছিলেন। কিন্তু সংকীর্ণচেতা কতকগুলি মানুষ প্রকৃতির উদার দানগুলি এবং সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত ফলকে যথা সম্ভব কুক্ষিগত করিয়া অভাবের উর্দ্ধে উঠিয়া চিরসুখের অধিকারী হইতে চাহিল। এই মনোভাবকে আল্লাহ-তা'লা পবিত্র কোরআনে রূপকাকারে বর্ণনা করিয়াছেন:

قل يادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى -

অর্থাৎ "সে (শয়তান) বলিল, হে আদম! তোমাকে কি চিরস্থায়ী বৃক্ষের দিকে পথ প্রদর্শন করিব এবং এমন রাজত্বের দিকে যাহার বিনাশ নাই?" (সুরা তা'হা—৭ম রুকু)।

মানব জাতির সভ্যতার প্রত্যেক চক্রে জড় উন্নতির পর্যায়ে সংসারাসক্ত মানব আল্লাহ-তা'লার প্রতিশ্রুতি ও প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে বিশ্বাস হারাইয়া নিজ ও নিজ পরিবারের জন্য অনাগত অভাবের মিথ্যা ভয়ে ভীত হয় এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে গণ্ডির উপর গণ্ডি দিয়া আটকাইয়া সাধারণে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে। তাহারা নিজেদের জন্য কল্পিত অভাব ও দুঃখকে এড়াইয়া জনসাধারণকে পদে পদে বঞ্চিত করিয়া জনগণের জন্য সত্যকার অভাব ও দুঃখের সৃষ্টি করে। সকল মানব জাতি যে এক পরিবারভুক্ত এবং সকলে ভাই ভাই সে কথা ভুলিয়া তাহারা জগতজোড়া মানব পরিবারের প্রয়োজনের গণ্ডিকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রিত করিয়া সমাজ বিধানে এক মহা বিপর্যয় ও হাহাকার আনয়ন করে। তাহারা প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে শূন্য কুম্ভের ভেলকি লাগাইয়া জগতে অভাব, অভিযোগ, দুঃখ এবং কষ্টের বন্যা বহাইয়া দেয়। জগত সংসারকে তাহারা দুঃখ ও হাহাকারের শশ্মানে পরিণত করিয়া উহার বুকে বসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে। সকলের মরণ মূল্যে নিজেরা অমর হইয়া থাকার সুখস্বপ্ন দেখে। এই বিষময় মনোভাব জগতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া আজ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার দানে কোন কার্পণ্য করেন নাই। তাহার অযাচিত দানের হস্ত সকলের জন্য সমভাবে বিস্তৃত। সূর্যের আলোক ও উত্তাপ, বাতাস ও পানি, চন্দ্রের কিরণ ও তারার আলো তাঁহার পক্ষপাতশূন্য অযাচিত দানের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ বিশাল পৃথিবীতে একান্ত গরীবেরও কোনদিন এসব বস্তুর অভাব হয় নাই। কেবল যেখানে সংকুচিতমনা মানবের কৃপণ হস্তের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেইখানেই অন্ধকার নামিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মানুষের জীবন ধারণের জন্য জরুরী দ্রব্যের অভাব জনিত দুঃখ, কষ্ট ও দুর্গতির জন্য মুষ্টিমেয় লোকের অকরুণ মনোভাব ও আল্লাহ্-তা'লার দেওয়া বিধানের বিপরীত সমাজ ব্যবস্থা দায়ী। এই ব্যবস্থা যখন একান্ত খারাপ আকার ধারণ করে এবং শত শত সমস্যার বেড়াজালে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মানব স্বকপোল কল্পিত অসহায় পন্থার দ্বারা সেই সব সমস্যা হইতে উদ্ধারের জন্য নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ খণ্ড ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টার ন্যায়, বৃথা চেষ্টা করিতে থাকে, এবং রোগের মূলকে ভুলিয়া উহার প্রতিকারের শাখা প্রশাখা ও পাতায় পাতায় ভ্রমিয়া হয়রান হইতে থাকে, তখন আল্লাহ-তা'লা সমস্যাভারে জর্জ্জরিত মানবের সকল সমস্যার উৎস তাহার

ব্যাধিগস্ত, বিকৃত ও বিকল হৃদয়ের সংস্কারের জন্য নবী পাঠাইয়া দেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "মানুষের দেহে একটি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড আছে। উহা ঠিক থাকিলে তাহার দেহ ঠিক থাকিবে; এবং উহা পীড়িত হইলে তাহার সারা দেহ পীড়িত হইবে। জানিয়া রাখ! সেই মাংসপিণ্ডটি হৃদয়।" (বুখারী)। মানুষের হৃদয়ের অবস্থা ঠিক থাকিলে তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহ্-তা'লার দেওয়া ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী কাজ করিবে। তাহার ফলে তাহার জীবন শান্তিপূর্ণ হইবে। ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিলে অশান্তি ও দুঃখে পড়িতে হইবে। সেইজন্য নবী আসিয়া আমাদিগের হৃদয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হন। তিনি আমাগিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, পরম প্রদাতা আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগের প্রভু এবং সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। তিনি আল্লাহ্-তা'লার আদেশের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্রত্যেককে ত্যাগের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির ত্যাগের ভিত্তিতে অভাবশূন্য শান্তি-পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গঠনে ব্রতী হন। কিন্তু যাহাদিগের মন জড় প্রেমে মুগ্ধ তাহারা নবীর ডাকে নিজেদের মর্যাদাহানী ও ক্ষতির বিভীষিকা দেখে। সেই জন্য তাহারা নবীর ডাকে সাড়া দিতে পারে না। তাহাদিগের সংকীর্ণ মন কল্পনা করিতে পারে না যে, নবীকে গ্রহণ করিলে সকল দিক দিয়া তাহারা আরও বড় হইতে পারিত। নবী আসেন ছোট এবং বড় সকলের মান ও মর্যাদাকে উন্নত করিতে। কিন্তু এই কথা তাহারা বুঝিতে চাহে না। তাহারা তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাধি বিদূরণে মনোযোগী হয় না। তাহারা জড় সুখ ও গৌরবের আবেষ্টনে অমর হইয়া থাকিবার আশা করে। কিন্তু তাহা হয় না। আল্লাহ্-তা'লা প্রত্যেক নবীর কার্যকালে সাধারণের সংশোধিত হইবার বা বিপক্ষাচরণের এক সময় সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। সেই নির্দ্ধারিত সময় আসিলে তিনি তাঁহার প্রলয়-হস্তের আলোড়নে সব ওলট পালট করিয়া দেন। যাহারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে আল্লাহ্-তা'লার নিয়মের বিরুদ্ধে নশ্বর জড় কবচে অবিনশ্বর করিয়া রাখিতে চাহে তাহারা তখন ললাটে লাঞ্ছনার টিকা পরিয়া স্ববংশে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। নির্দ্ধারিত সময়ের অভিনয় জগতে লক্ষাধিকবার হইয়া গিয়াছে। অতীতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আজও বিশ্ব এক মহা নির্দ্ধারিত সময়ের সম্মুখীন। প্রত্যেক মানব যদি আজ নিজের মনের সংস্কার করিত এবং সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হইত তাহা হইলে জগতের দুঃখ ঘুচিয়া উহা শান্তির স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হইত। তাহা হইলে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের ন্যায় আজ সমগ্র মানব জাতি তাহাদিগের মস্তকোপরি

উদ্যত ও আসন্ন মহা প্রলয়ের বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইত।

প্রকৃতির দান চক্র বৃদ্ধি হারেঃ

এই আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি যে, মানবের জীবনধারণের জন্য জরুরী বিষয়-বস্তু সমূহের কোন দিন অভাব হইতে পারে না এবং অভাব যাহা কিছু তাহা মানুষের মনে, বিশ্বাসে। নচেৎ আল্লাহ্-তা'লার কোন দানের শেষ নাই। এক বীজের গাছ হইতে লক্ষ লক্ষ ফল ও গাছ ক্রমবর্দ্ধিত হারে বাড়িয়া চলে। এক জীবের দ্বারা শত শত জীবের উদ্ভব হয়। লতা ও গাছের ডাল কাটিয়া দিলে উহা সতেজে দ্বিগুন, চর্তুগুণ বাড়িয়া উঠে। এক জিনিস শেষ হইবার উপক্রম হইলে প্রকৃতি অনুসন্ধানরত ও শ্রম-শীল মানবের পদতলে উৎকৃষ্টতর উপহারের বৃহত্তর ডালি আনিয়া রাখিয়া দেয়। মানুষের অগ্নির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রকৃতির মাঝে কাষ্ঠের ভাণ্ডার শেষ হইবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ার সঙ্গে কয়লার আবিষ্কার, তাহার পর যথাক্রমে কেরোসীন তৈল, পেট্রোল, ডিজেল তৈল, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আনবিক শক্তির আবিষ্কার এই সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষী। একটি মাত্র অনু হইতে নিঃসৃত শক্তি বৃহত্তর ঢাকা শহরের কলকারখানাও উহার অধিবাসীগণের এক বৎসরের জন্য আগুণ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। আরও কত মহা দানের উপহার যে শ্রমশীল মানবের জন্য প্রকৃতির ভাণ্ডারে লুক্কায়িত আছে তাহা কে গণিতে পারে! মোট কথা প্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন পুরণের আয়োজনের শেষ নাই। প্রকৃতির স্নেহশীল দানের হাত উদ্যমশীল মানবের জন্য সদা চক্রবৃদ্ধিহারে উপহারের পুষ্প বর্ষণে উদ্যত। আমাদিগের কর্ত্তব্য আল্লাহ্-তা'লার অসীম দানে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী জন সাধারণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য আল্লাহ্-তা'লার দেওয়া সমস্ত দানকে যথাযোগ্যভাবে বণ্টন করিয়া চলা। উহাতে আমাদিগের অভাব আসিবে না, পরন্তু প্রাচুর্য বাড়িয়া চলিবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :

يمحق الله الربوا ويربى الصدقت ط

অর্থাৎ, আল্লাহ্-তা'লা সুদকে রহিত করিয়া দিবেন এবং দানকে বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন।" (সুরা বকরা—৩৮ রুকু)। ক্ষয়-ভীত সংকীর্ণ মন হইতে সুদের জন্ম। উহা অপ্রাকৃতিক, সেইজন্য উহা বিনাশ আনে। দান প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সুসম, সেই জন্য উহা বর্দ্ধনশীল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যেদিন মক্কা বিজয় করেন, সেদিন তিনি এরূপ মুক্ত হস্তে দান করিতে থাকেন যে, মক্কার প্রবীণগণ বলিতে থাকেন, "তাঁহার দানের প্রসারতা দেখিয়া মনে হয়

তিনি যেন এমন এক সম্পদের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা অফুরন্ত।" প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্-তা'লার দানের প্রকৃত স্বরূপকে তিনি জানিয়াছিলেন। তাই তাঁহার দানের অন্ত ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, "যদি তোমরা সকলে আল্লাহ্-তা'লার প্রতি সত্যকারভাবে আস্থাবান হইতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিতেন, যেরূপ তিনি পক্ষীগণকে সরবরাহ করিয়া থাকেন, যাহারা প্রভাতে ক্ষুধার্ত হইয়া জাগ্রত হয় এবং সন্ধ্যাকালে ভরাপেটে বাসায় ফিরে।" (তিরমিজি ও ইবনে মাজা)। মানুষ বিশ্বাসের অভাবে আল্লাহ্-তা'লার দানকে আবদ্ধ করিয়া উহার বর্দ্ধন শক্তিকে বন্ধ ও নষ্ট করিয়া নিজের ও জাতির জন্য ক্ষতি আনয়ন করে, নচেৎ পাখীর ন্যায় তাহারা সুখে আহার বিহার করিতে পারিত।

পৃথিবীর সকল খাদক ও খাদ্য মানুষের খাদ্য :

আমরা যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, জীব ও প্রাণী জগতে প্রত্যেক জাতের খাদ্যের গণ্ডি সীমাবদ্ধ ও পৃথক। হিংস্র জন্তু মাংসাশী। তাহারা শাক-সব্জী খায় না। মহিষ, গরু, ছাগল উদ্ভিদ-ভোজী। তাহারা মাংসাহার করে না। এই ভাবে প্রত্যেক জাতের খাদ্য পৃথক এবং এক জাতি অপর জাতির খাদ্য খায় না। কিন্তু প্রত্যেকের খাদ্যের গণ্ডি সীমাবদ্ধ হওয়া সত্বেও অভাবের ভয়ে তাহাদিগের মধ্যে কেহ খাদ্য সঞ্চয় করে না। তবু কি কেহ কখনও এরূপ কথা শুনিয়াছে যে প্রাণীজগতে কোন জাতির মধ্যে খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে! পক্ষান্তরে মানুষ এমন এক জীব, যে জগতে যত প্রকার জীব আছে তাহাদিগের সকলকে খায় এবং তাহাদিগের যত প্রকার খাদ্য আছে তাহাও সে খায়। এক কথায় জগতের সকল খাদক এবং খাদ্য মানুষের খাদ্য। সুতরাং যাহার খাদ্যের সীমা এরূপ সর্বব্যাপী, তাহার খাদ্যের অভাব ঘটার কি কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? যাহা অভাব বলিয়া দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃত অভাব নহে, পরন্তু উহা কৃত্রিম। উক্ত অভাবের তলে স্বার্থান্ধ মানুষের লোভের লাভার লেলিহান জিহ্বা লক লক করিয়া জ্বলিতেছে। যে জিনিসের অভাব বলিয়া ঘোষণা করা হয়, উহার জন্য যথেষ্ট উচ্চ মূল্য দিলে, উহা যে কোন পরিমানে সংগ্রহ করা যায়। বেশী মূল্যের নিকট প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অভাব নাই। মানুষের মনের সংকীর্ণতার জন্য সকল অভাব ও দুঃখের সৃষ্টি। অতএব মনকে প্রশস্ত করা ও প্রত্যেক মানুষকে ভাই বলিয়া চেনা ও তদনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা হইলে ভাসা দৃষ্টিতে দেখার জন্য আমরা যে সকল কষ্টদায়ক দৃশ্যের

কারণ খুঁজিতে যাইয়া পাপীকে পুণ্যাত্মা ও পুণ্যাত্মাকে পাপী এবং নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করি; আমাদিগকে আর তাহা করিতে হইবে না।

বিশ্বমানবতার জন্য প্রশস্ত বক্ষ ঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে বলিয়াছেন,

الم نشرح لك صدرك ।

অর্থাৎ, আমরা কি তোমার (বিশ্বমানবতা স্থাপনের) জন্য তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দিই নাই?" (আল-ইনশিরাহ্)। তাঁহার প্রশস্ত বক্ষের মাধ্যমে আমরা মানব কল্যাণের প্রশস্ত ব্যবস্থা লাভ করিয়াছি। তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা প্রত্যেকেই প্রশস্ত বক্ষ লাভের অধিকারী ও ওয়ারিস হইতে পারি। সেই ব্যবস্থাই জগতে অখণ্ড মানবতার স্বর্গরাজ্য আনিতে সক্ষম। ইহা এক পৃথক মজমুন।

সিদ্ধান্ত ঃ—অবস্থা ভেদের কারণ পূর্বজন্মের ফল নহে ঃ

আশা করি আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে এই কথা পরিষ্কার হইয়াছে যে, মানুষের অবস্থাভেদ বা তাহার সুখ দুঃখের কারণ পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী পূর্বজন্মের কর্মফল নহে।

(ক্রমশঃ)

আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। (কোর ঃ-১৩ঃ ১২)

* * *

প্রতি উপাসনার সময় ও স্থানে তোমার যা সুন্দর পোষাক আছে তাই পরবে; খাও, পিয়ো; কিন্তু বাড়াবাড়ি করে অপব্যয় করো না। আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না। (কোর :-৭ : ৩২)

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার

নামায মুমেনের মেরাজ ঃ

"আমি আমার জমাতকে নসিহত করিতেছি যে, এই দেশে এই বেদাৎ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, নামাযের 'আরকানের' যথাবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয় না। বাধ্যবাধকতার নামায পড়া হয়; যেন নামায একটা ট্যাকস্, যাহা আদায় করা একটা বোঝা। এইজন্য এইরূপে ইহা পালন করা হয় যাহাতে ঘৃণা থাকে। অথচ নামায এমন জিনিষ যদ্দারা আসক্তি, প্রেম ও সুখানুভূতি বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু যে ভাবে নামায আদায় করা হয়, তাহাতে চিত্ত-সংযোগ থাকে না বরং অনাসক্তি ও বিষাদ থাকে। আমি আমার জমাতকে এই উপদেশই দিয়াছি যে, আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টিকারী নামায পড়িবে না। চিত্ত-সংযোগের চেষ্টা করিবে, যাহার ফলে সুখ বোধ ও আসক্তি জন্মিবে। সাধারণতঃ নামায এইভাবে পড়া হয় যাহাতে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে যে, চিত্ত-সংযোগের চেষ্টা না করিয়া নামায শীঘ্র শীঘ্র শেষ করা হয় এবং নামাযের বাহিরে অনেক দোয়া করা হয় এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী উহা করা হয়। অথচ নামাযের (যাহা মুমেনের মেরাজ) উদ্দেশ্য ইহাই যে, ইহার মধ্যে যেন দোয়া করা হয় এবং এই জন্যই সকল দোয়ার মাতৃস্বরূপ 'ইহ্‌দেনাস্ সেরাতাল্ মুস্তাকীম (আমাদিগকে সত্যপথে চালাও'—সঃ আঃ) দোওয়া চাওয়া হয়। মানুষ কখনও খোদা-তা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত নামায কায়েম না করে।"

['মলফুযাত' ৩য় জিলদ, ৪৪৩—৪৪ পৃঃ]

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণীত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—তোমাদের জান, মাল ও রসনা দ্বারা মোশরেকদের সঙ্গে জেহাদ কর। (হাদিস)

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥ ৭
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

অর্থাৎ—হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়েই সৃষ্ট হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে প্রেরিত বা অবতীর্ণ হই।

(গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৭ ও ৮ পদ)

ঈশ্বরের ইহা চিরন্তন নিয়ম যে, যখনই পৃথিবী অনাচার ও অধর্মের প্রবল স্রোতে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে তখনই তিনি একজন অবতার প্রেরণ করিয়া থাকেন, যিনি মানবকে ধর্মের পথে আকর্ষণ করেন এবং জগতে সত্য ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। যুগে-যুগে দেশে-দেশে প্রয়োজনানুযায়ী এইরূপ অবতারের আগমন হইয়াছে। ভারতে শ্রীকৃষ্ণ, গ্যালিলীতে যীশু, ইরানে জরদস্ত, মিশরে মুসা প্রভৃতি অবতার আগমন করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ ছিলেন এবং ইহাদের সকলের আগমনের উদ্দেশ্যও এক ছিল। তাঁহাদের শিক্ষাও ছিল এক—তাহা মানুষের মধ্যে 'একমে বাদ্বিতীয়ম্‌' ঈশ্বরের আরাধনা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সর্বপ্রকার অমঙ্গল হইতে মানুষকে রক্ষা করা। কিন্তু নানা রূপ আবর্তন ও বিবর্তনের ফলে মানুষ তাঁহাদের শিক্ষাগুলির মধ্যে স্ব স্ব মত প্রবেশ করাইয়া সেই পূত আদর্শকে এইরূপ ভাবে বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে, মূলের সহিত সেইগুলির আদৌ মিল নাই এবং তাহাতে এইরূপ মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, বর্তমানে ধর্ম শান্তির উৎস হওয়ার পরিবর্তে অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। জগতের অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্গিন হইয়া উঠে তখনই উল্লিখিত গীতায় লিপিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী অবতারের প্রয়োজন হয় এবং ঈশ্বর সত্য সত্যই তখন একজন শান্তির বার্তাবহকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাই আমরা সকল ধর্ম পুস্তকেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই যে, কলিযুগে যখন অধর্মের প্রভাবে ধরিত্রী ত্রাহি ত্রাহি করিবে তখন একজন অবতার আগমন করিবেন। বিভিন্ন ধর্মে সেই মহাপুরুষের নাম বিভিন্ন। ইসলামে তিনি 'মাহদী' ও 'মসিহ', পার্শীদের নিকট 'মসিওদারবহমী', বৌদ্ধদের নিকট 'মৈত্রেয়', খ্রীষ্টানদের নিকট 'মনুষ্যপুত্র' মসিহ এবং হিন্দুদের নিকট নিষ্কলঙ্ক শ্রীকৃষ্ণ বা কল্কি অবতার।

ঈশ্বর শুধু ভারতের বা আরবের নহেন; শুধু খ্রীষ্টান বা হিন্দুর নহেন, তিনি সারা বিশ্বের। তাঁহার করুণা সমভাবে সকলের উপর বর্ষিত হয়। হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সমভাবে তাঁহার করুণার অধিকারী। তাই মহাবতার মোহাম্মাদ (তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ঘোষণা করিলেন, "জগতে এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে ঈশ্বর অবতার প্রেরণ করেন নাই এবং তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ও পবিত্রাত্মা ছিলেন।" (কোরআন ১০ঃ৮)। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, "ভারতে একজন কৃষ্ণবর্ণের অবতার আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কানাই।" (তারিখে হামদান, বাবুল 'কাফ')। এমন কি তিনি সকল দেশে এবং সকল জাতিতে আগমনকারী অবতারগণকে মান্য করা তাঁহার শিষ্যবৃন্দের জন্য অবশ্য কর্তব্য রূপে নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। তাই অবতার রাজ মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিষ্যমণ্ডলি অতীতের সকল দেশের অবতারকে সত্য বলিয়া মানে এবং কলি যুগে বা শেষ যুগে আগমনকারী প্রেরিত পুরুষকেও মান্য করিয়া থাকে। এমন কি কল্কি অবতারেয় নির্দেশানুসারে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে সকল জাতির নিকট প্রচার করা নিজ কর্তব্য বলিয়া মনে করে। এইখানে স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত কলি বা শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষ একাধিক ব্যক্তি নহেন। একই যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবতার প্রেরণ করিয়া পৃথিবীতে মতবৈষম্য সৃষ্টি করিয়া মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে। তিনি চাহেন বিশ্বের সকল মানুষ এক হইয়া তাঁহার উপাসনা করুক, এবং জগতে শান্তি পূর্ণ সহ অবস্থান করিয়া সকলই এক পরমেশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্তন করুক। তাই ঈশ্বর তাঁহার নিষ্কলঙ্ক কল্কি অবতারকে পূর্বের সকল অবতারের গুণে গুণান্বিত করিয়া ভারতের পবিত্র পঞ্চনদের তীর কাদিয়ান ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন সারা বিশ্বের মানব জাতির উদ্ধার কল্পে। তাঁহার পবিত্র নাম মির্যা গোলাম আহ্‌মদ। তাঁহার আগমনে অধর্মের প্রভাব দূরীভূত হইয়া ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত শান্তির ধর্ম সঞ্জিবিত হইয়া সারা বিশ্বে সত্য ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। তিনি শুধু হিন্দু বা মুসলমানের উদ্ধারের জন্য আগমন করেন নাই, তিনি আসিয়াছেন সমস্ত বিশ্বের মানব জাতিকে এক পরমেশ্বরের পতাকাতলে সমবেত করিতে। যীশু আসিয়াছিলেন বণি-ইসরাইলের জন্য, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন শুধু হিন্দুর জন্য। কিন্তু তিনি আসিয়াছেন সকল জাতির জন্য বিশ্বজনীন রূপ লইয়া। তাঁহার নিকট অবতীর্ণ একটি ঐশীবাণী হইল, "হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল! তোমার 'মহিমা' গীতায় লিপিবদ্ধ আছে।" এই ঐশীবাণী দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, আর্য-ভারতের অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী গীতায় কলি-

যুগে তাঁহার আত্মিক আগমনের সংবাদ এবং মহিমা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এখন ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিব যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরবর্তী প্রকাশ সম্বন্ধে কিরূপ 'মহিমা' বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আজ হইতে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই পাক-ভারতের বক্ষ হইতে অধর্মের বিনাশ সাধন করিয়া সত্যধর্ম সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ শুভাগমন করেন। তিনি ধর্ম-যোদ্ধা অর্জুনকে উপদেশ দিয়া তাহার দ্বারা দুষ্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করিয়া সাধুদিগের সমন্বয়ে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহাই আজ 'গীতা' নামে পরিচিত। এই গীতার একাদশ অধ্যায় "শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ" নামে অভিহিত। এই খানে মহারাজ কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ, সেইযুগে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন ভারতের এক বিশেষ জাতির উদ্ধারের জন্য 'জাতীয়তাবাদী রূপ' লইয়া এবং পরবর্তীকালে জগতে যখন অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তখন তাঁহার আগমন হইবে বিশ্ব অবতার রূপে। তখন তিনি সমগ্র বিশ্বকে পাপমুক্ত করিয়া এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবেন। এই রূপ পূর্বে কেহ দেখিতে পায় নাই, কেবল ধার্মিক অর্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভবিষ্যতের এই রূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গীতার একাদশ অধ্যায় অষ্টম পদে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

নতুমাংশক্যমে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামীতে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরম!

অর্থাৎ, "হে অর্জুন! তুমি তোমার এই চর্ম চক্ষুদ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। এইজন্য তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি। তদ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক যোগ সামর্থ্য দেখ।" এইখানে কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতের কোন দৃশ্য অবলোকন করিতে হইলে সাধারণ চক্ষু দ্বারা তাহা সম্ভব নহে বরং তাহা দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষুর (কাশফ) প্রয়োজন। অর্জুন তখন দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইলেন :

"দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা,
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্যমহাত্মন ; ॥ ১২

অর্থাৎ :—"আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উদিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্যের প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে।" প্রত্যেক অবতারই এক একটি সূর্যের ন্যায়। তাঁহারা নিজ নিজ যুগে বিভিন্ন জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে মুক্তি দান করিয়া সূর্যের ন্যায় আলো দান করিয়াছেন। কিন্তু এইখানে বিশ্বরূপ অবতারকে সহস্র সূর্যের প্রভার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কেননা তাঁহার প্রকাশ বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অবতারের মিলিতরূপে হইবে। (সিরাজুম মুনীর) অতঃপর অর্জুন দেখিলেন :

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা।
অপশ্যদ্দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডব স্তদা॥ ১৩

"তখন অর্জুন সেই দেবদেবের দেহে নানা ভাবে বিভক্ত তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ একত্রস্থিত সমগ্র জগৎ দেখিয়াছিলেন।" অর্থাৎ, কল্কি অবতারের আবির্ভাবের পর তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সারা বিশ্বের লোক এক ধর্মে একত্রিত হইবে।

ততঃস বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্ট রোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রনম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলির ভাষত॥ ১৪

"সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল: তিনি অবনত মস্তকে সেই দেব-দেবকে প্রণাম করিয়া কর জোড়ে বলিতে লাগিলেন।"—

অজানতা মহিমাণং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন ব্যাপি॥ ৪১

"তোমার এই বিশ্বরূপ এবং 'মহিমা' না জানিয়া অজ্ঞান বশতঃ বা প্রণয় বশতঃ অন্যায় করিয়াছি।" এই খানে ধর্ম-যোদ্ধা অর্জুন বিশ্বরূপ অবতার সম্বন্ধে 'মহিমানং' বা 'মহিমা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা এই যুগে আগমনকারী বিশ্বরূপ অবতারের ঐশীবাণীতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। "হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল! তোমার 'মহিমা' গীতায় লিপিবদ্ধ আছে॥"

অতঃপর রাজা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

তেজোময়ং বিশ্বমনন্ত, মাদ্যং
যন্মেত্বদন্যেন ন দৃষ্ট পূর্বম্॥ ৪৭

অর্থাৎ, 'তেজোময়, অনন্ত, আদ্য, বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন পূর্বে কেহ দেখে নাই।' পরমেশ্বরের অসংখ্য প্রশংসা যে, তিনি আমাদের যুগে বিশ্বরূপ অবতারকে প্রেরণ করিয়া তাহার এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য রূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। যুগে যুগে অযুত অযুত মুণি, ঋষিগণ আজন্ম সাধনা করিয়াও যে রূপ দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই এবং যাহা এক মাত্র ধর্ম-যোদ্ধা (গাজী) অর্জুন দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছিলেন সেই মহারূপ বিশ্ব অবতার আমাদের যুগে আগমন করিয়াছেন। এখন যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করিয়া সত্য ও শান্তির ধর্ম গ্রহণ করিয়া বীর অর্জুনের ন্যায় সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইবে সেই বিশ্বরূপ অবতারের তেজোময় মহিমা দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করিবে। ঐ শুন, আকাশে বাতাসে তাঁহার আবাহন বজ্রনাদে ঘোষিত হইতেছে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

"সর্ব ধর্ম্মাং পরিত্যজ্যে মমেকং স্মরণং ব্রজ॥"

অর্থাৎ, সকল ভ্রান্ত এবং বিকৃত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পন কর।

আসুন হে কৃষ্ণ ভক্ত সাধু পুরুষগণ! বিশ্ব অবতারের ডাকে সাড়া দিয়া নিজ জন্ম সার্থক করুন। হে পাক-ভারতের সাধু ব্যক্তিগণ! এই যুগ সঙ্কীর্ণতার যুগ নহে। আজিকার সমস্যা কোন জাতিতে সীমবাদ্ধ নহে, তাহা বিশ্ব সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। মানুষ আজ সারা বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। আজিকার যুদ্ধ কেবল কুরু-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাহা বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। তাই বিশ্ব-বাসী আজ বিশ্বশান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই যুগে কোন এক বিশেষ জাতির জন্য অবতার প্রেরিত হইলে জগতের কি মঙ্গল হইতে পারে? আজ জগদ্বাসীর নিকট শান্তি ও সত্যের বাণী পৌঁছাইতে হইলে এক বিশ্ব অবতারের প্রয়োজন। তাই বিশ্ব প্রতিপালক পরম ঈশ্বর তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এই উপযুক্ত সময়ে বিশ্বরূপ অবতারকে প্রেরণ করিয়াছেন সারা বিশ্বের সাধুগণের উদ্ধার এবং দুষ্টদিগকে বিনাশ করিতে। যাহারা এই অবতারকে মান্য করিবে তাহারা রক্ষা পাইবে, যাহারা অস্বীকার করিবে তাহারা পূর্ব যুগের দুষ্ট লোকদিগের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

"অতঃপর সমস্ত প্রশংসা সর্বজগতের প্রভু পরমেশ্বরের জন্য।"

হে জ্ঞানী—ব্যক্তি! বাক্যকে সংযত কর। শুক্তি দৃঢ়ভাবে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখে, এই জন্যই তাহার ভিতরে মুক্তার উৎপত্তি হয়।

(সাদী)

সবুজের পৃষ্ঠা

মোহাম্মাদ ফজলুল করীম মোল্লা

সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার

প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করা মানবের কর্ত্তব্য। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলেই অপরের নিকট হইতে উত্তম ব্যবহার, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা পাইতে আশা করে। অপরের প্রতি মন্দ ব্যবহার মন্দ স্বভাবেরই পরিচায়ক সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উত্তম ব্যবহার সকলেই পাইবার অধিকারী ; কিন্তু এখন প্রশ্ন আসিয়া যায় যে, সকল হইতে উত্তম ব্যবহার কাহার সাথে করা উচিত। আমাদের রসুলে মকবুল (সাঃ) এক হাদিসে এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছেন। সেই হাদিসটি হইল ঃ

একদা এক ব্যক্তি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমি কাহার সহিত সকল হইতে উত্তম ব্যবহার করিব?" রসুলুল্লাহ্ জবাব দিলেন, "আপন মায়ের সহিত।" লোকটি আবার প্রশ্ন করিলেন, "ইহার পর আর কাহার সহিত সকল হইতে উত্তম ব্যবহার করিব?" হুজুর উত্তর দিলেন, "আপন মায়ের সহিত।" তৃতীয়বার সেই ব্যক্তি এই প্রশ্ন করিলে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এই একই উত্তর দিলেন। পুনরায় তিনি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! মায়ের পরে আর কাহার সহিত সকল হইতে উত্তম ব্যবহার করিব?" তখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জবাব দিলেন, "আপন পিতার সহিত।"

এই হাদিস হইতে বুঝা যায়; রসুলে মকবুল (সাঃ) মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য ও তাঁহাদের আদেশ পালন এবং সেবা যত্নের প্রতি কত তাকিদ করিয়াছেন। ইহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, মা-বাপের প্রতি আদব ও আনুগত্য প্রদর্শন এবং তাঁহাদের উপযুক্ত খেদমত করা সন্তানের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ্ ও রসুলের অনুগত বলিয়া কেহ দাবী করিতে পারে না। আল্লাহ্ ও রসুলের সন্তুষ্টি লাভ করিতে হইলে মাতা-পিতার আদেশ পালন করা এবং তাঁহাদের সেবা যত্নের কোন ত্রুটি না হয় সেই বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

আল্লাহ্-তা'লা আপনাদিগকে সঠিকভাবে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ অনুযায়ী কাজ করিবার তৌফিক দান করুন। আপনারা মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য ও আজ্ঞা পালনের এইরূপ দৃষ্টান্ত কায়েম করুন যেন দুনিয়ার সকল ছেলে-মেয়েদের জন্য ইহা পথ প্রদর্শনের কারণ হয় এবং তাহারাও যেন এই বিষয়ে আপনাদিগকে অনুসরণ করিয়া আশীষ লাভ করিতে পারে। আমীন! [আনসারুল্লাহ্ (উর্দু) হইতে]

——

ঈমানের সনদ

মোহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান ভুইয়া

প্রায়ই মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে এবং শুধু আমার নহে অরো বহু ব্যক্তির মনে প্রশ্ন জাগে, ঈমান আনার স্বার্থকতা কি? এক ব্যক্তি ঈমান আনে নাই; কিন্তু সে যথা সম্ভব সত্য কথা বলে, পরের উপকার করে, পাপ বলিয়া যাহা বুঝে তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করে; আর এক ব্যক্তি ঈমান আনিয়া পরে পাপ করিল, মিথ্যা হইতে বিরত হইল না, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহার স্থান উচ্চে? ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট এই ঈমানদার পাপী, বেঈমান সাধু পুরুষ হইতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে।

ধরুন সেলিম নামে একটি ছেলেকে আপনি স্কুলে ভর্ত্তি করাইলেন, আরেকটি ছেলে কালামকে বাড়ীতে পড়াইতে থাকিলেন। সেলিম স্কুলের পড়াশুনা শেষ করিয়া বোর্ডের প্রথা অনুযায়ী মেট্রিক পরীক্ষা দিল। তাহারপর সে পাশ করিল ও একটি সার্টিফিকেট লাভ করিল। কালাম বিভিন্ন লাইব্রেরী হইতে বই-পত্র আনিয়া পড়াশুনা করিল। কিন্তু বোর্ডের অধীনে যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহা সে দিল না। ফলতঃ সে সার্টিফিকেট পাইল না।

কিছুদিন পর একটি চাকুরীর জন্য পত্রিকায় দরখাস্ত আহ্বান করা হইল। সেলিম ও কালাম উভয়েই দরখাস্ত করিল। তাহার পর তাহাদেরকে আহ্বান করা হইল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। পরীক্ষায় কালাম সেলিম হইতে বেশী নম্বর পাইল। 'ইন্টারভিউর' দিনে সাহেব উভয়ের নিকট সার্টিফিকেট তলব করিলেন। সেলিম তাহার মেট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট দেখাইল। কালাম বলিল যে, তাহার সার্টিফিকেট নাই। সাহেব বলিলেন সার্টিফিকেট না হইলে তিনি তাহাকে চাকুরী দিবেন না। কালাম বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করিল যে, তাহার সার্টিফিকেট না থাকিলেও সে সেলিম অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়াছে। সাহেব বলিলেন, "শুধু

নম্বর বেশী পাইলেই হইবে না, তাহাকে আইনত সনদ দেখাইতে হইবে।" সে কতটুকু জানে তাহা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল তাহার সনদ আছে কি না।

এই যদি দুনিয়ার প্রথা হয়; মানুষের আইন যদি বলে, ভাল চাকুরী পাইতে হইলে তুমি কতটুকু জান তাহা বিবেচ্য বিষয় নয়, তোমার সনদ আছে কিনা তাহাই বিবেচ্য বিষয়; তখন আল্লাহ্‌কে দোষ দিয়া লাভ কি? ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতকে না মানিয়া ত উপায় নাই।

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

সবই ঠিক আছে তবু কেন···

ইদানিং ঢাকাস্থ ইস্‌লামিক একাডেমীতে 'ধর্ম ও নীতি বোধ' নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার পর জনৈক শ্রোতা বল্লেন: আপনারা [বক্তারা] যা বলেছেন খুবই যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কোরআন হাদিসের এসব কথা আমরা নানা জনের কাছ থেকে নানা রংগে, নানা ঢংগে শুনে আসছি। অনেকে কোরআন কিতাব পড়ছিও; কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এসবের প্রতিফলন হচ্ছে না কেন? তবে কি ইসলামের সুন্দর শোভন শিক্ষা শুধু বক্তৃতার জন্যই—জীবনের জন্য নয়?

সেদিন এই সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সময় ছিল না। পরবর্তী কোন দিন এবিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। এই সব প্রশ্নের সমাধান হিসেবে নানা বক্তা পথের সন্ধান দিবেন। কিন্তু ঐ সব সমাধানও বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে—একথা বেশ জোর দিয়েই বলা চলে।

এ সব প্রশ্ন ও সমস্যাদির বাস্তব সমাধান বর্তমানে শুধু আহ্‌মদীয়া জমাতই দিয়েছে—এই সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আরো একটি কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। জনাব গোলাম আজম সাহেব সিরাতুন্নবী দিবস উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে আহুত [২রা আগষ্ট, ১৯৬৩] সভায় বক্তৃতা প্রসংঙ্গে বলেন যে, হাতুড়ে ডাক্তার রোগের মূল কারণ দূর করতে পারে না। কারণ তারা রোগীর মল, মূত্র, রক্ত, কফ্‌ ইত্যাদি পরীক্ষা করতে জানে না। সুতরাং রোগের মূল কারণ জানাই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু পাশ করা ডাক্তারগণ এই সব পরীক্ষা করে মূল কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করেন বলেই তাঁদের পক্ষে রোগের মূল কারণ নির্ণয় ও দূর করা সম্ভবপর হয়। তিনি আরো বলেন যে, নবীগণ হলেন আল্লাহ্‌র নিকট হতে সনদ প্রাপ্ত পাশ করা আধ্যাত্মিক ডাক্তার—তাদের দ্বারাই মাত্র নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক রোগের মূল কারণ দূর করা সম্ভবপর হয়। তিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা, আদর্শ ও জীবন হতে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেন—কি ভাবে তিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রোগের মূলে আঘাত করেছিলেন।

আমার মনে হয় তাঁর এই সব কথার সাথে অমত হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতরাই যে এখন জঘন্যতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং দিন দিন অধঃপতনের চরমের দিকে যাচ্ছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, বর্তমান আলীম ওলামাগণ রোগ নির্ণয় ও নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তা হবারই কথা। নবী, রসুলের কাজ অন্য কারো দ্বারা কখনও সম্ভবপর নয়—তা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শুভাগমনের পূর্বেই হউক আর পরেই হউক। যদি তা সম্ভবপর হতো তবে 'পরিপূর্ণ ধর্মের' উত্তরাধিকারী মুসলমানদেরকে এইরূপ চরম অধঃপতনের কবলে পড়তে হতো না।

আল্লাহ্‌-তা'লা কোরআন করীমের শিক্ষা অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ঝিল্লি নবী রূপে নাযেল করেছেন। তিনি বর্তমান জমানার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের মূল কারণ নির্ণয় করে ঐ সব দূর করার পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জমাত ঐ পথে অগ্রসর হয়ে দুনিয়াকে নৈতিক রোগ হতে উদ্ধার করার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্যই পূর্বে আমরা বলেছি একমাত্র আহ্‌মদীয়া জমাতেই এই সব সমস্যাদির বাস্তব জওয়াব রয়েছে। কারণ যারা যখনই নবী আগমনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন—তারা তখনই নৈতিক রোগের মূল কারণ নির্ণয়ের পথও রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের

পক্ষে রোগ ভোগ করা ছাড়া আর উপায় কি ?

আজাদী দিবসে :

আজাদী অর্জনের দিবস যে কোন আজাদী প্রিয় জাতির জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। কারণ আজাদী ব্যষ্টি ও জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এ নিয়ে আলোচনা বাড়ানোর তেমন কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

পাকিস্থানি হিসেবে আমাদের কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের বহু পূর্ব পুরুষ গোলামীর জিন্দেগী কাটিয়ে গিয়েছেন। তাদের তুলনায় আমরা নিশ্চয় অত্যন্ত খোস-কিছমতের অধিকারী হয়েছি। কারণ আমরা শুধু যে স্বাধীনতাই পেয়েছি তা নয়, আমরা ইসলামের নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন দেশ অর্জন করেছি। এজন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। আজাদীর দিনে আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আজাদীর দায়িত্ব হৃদয়ংগম করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখানে আহমদী ভাই-বোনদেরকে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আহ্‌মদী জমাত কায়েম হয়েছে ইস্‌লামকে দুনিয়াতে বিজয়ী করার জন্য। পাকিস্থানও কায়েম হয়েছে ইস্‌লামেরই নামে। সুতরাং পাকিস্থানে ইসলামি জিন্দেগী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। পাকিস্থানে ইস্‌লামি জিন্দেগী সুপ্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়াময় ইস্‌লামকে প্রতিষ্ঠিত করায় আমাদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সহজে কামিয়াবি লাভ করবে। সুতরাং প্রকৃত ইস্‌লামের মহান আদর্শে গঠিত ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের আদর্শ আমাদিগকেই পাকিস্থানের সামনে তুলে ধরতে হবে—আজাদী দিবসে পাকিস্থানি আহ্‌মদীগণকে এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

: লেখকগণের প্রতি :

জমাতের লেখকগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন 'আহ্‌মদী'তে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠান।

লেখা অবশ্যই ছোট পাতার (ফুলস্কেপ পাতার ½ অংশ) এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে। অন্যথায় লেখা ছাপা হবে না। (সঃ আঃ)

বিভিন্ন সংগ্রহ

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

পিঃ সিঃ রায়ের উক্তি

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে যদি বাহিরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরে নির্ভর করিতে হয়, তবে জ্ঞান জগতে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস দিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটে।

আত্ম চরিত
পি : সি : রায়
পৃ : ২০১

ব্যাঙের চক্ষুর বিকল্প

ব্যাঙের চক্ষে যেমন পলায়নপর মক্ষিকার কোন ছাপ ধরা পড়ে না, তেমনি এই যন্ত্রটিতেও পলায়নপর কোন কিছুর ছাপ পড়িবে না। কিন্তু সম্মুখে আগমনকারী যে কোন জিনিসের ছাপ ইহাতে ধরা পড়িবেই।

যন্ত্রটি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ক্ষেপনাস্ত্রের সন্ধান এবং মহাশূন্যে অনুসন্ধানের বিশেষ কাজে আসিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

জেহাদ
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩ ইসাব্দ

রহস্যজনক রোগে ১২ জনের মৃত্যু

বাহওয়ালপুর, ২০ শে আগষ্ট।—এখান হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে ১২৩ নং চকে (মুরাদ) এক রহস্য জনক রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৪ দিনে ১২ ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

অদ্য সরকারীভাবে ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। বেসরকারী হিসাবে ৩০ জন মারা গিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রোগ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, খাওয়ার অব্যবহিত পরেই রোগ দেখা দেয়। রোগীর হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসে এবং বমি করে। তারপর বার দুই খিচুনী দিয়া মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়ে।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

বাহওয়ালপুরের হেলথ ডিরেক্টর জানান যে, ইহা কলেরা নহে।

আজাদ
২১ শে আগষ্ট, ১৯৬৩ ইসাব্দ

আনবিক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি স্বাক্ষর

মস্কো, ১৫ই আগষ্ট।—গত বুধবার এখানে

বার্মা এবং পাকিস্থান আনবিক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করে। এই দুইটি রাষ্ট্র লইয়া এক্ষণে স্বাক্ষর দানকারীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে আট চল্লিশে।

গত বুধবার দিন ফিলিপাইন এবং জাপানও চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জেহাদ

৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

শ'র শিক্ষা!

চার্চে এবং সানডে স্কুলে শ'কে বোঝানো হত; স্বয়ং বিধাতা প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ভদ্রলোক, আর রোমান ক্যাথলিক মাত্রই নরকে যায়, স্বর্গে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য তার শিশুমনে রেখাপাত করেছিল।

বাড়িতে শিক্ষার ভার ছিল নার্সের হাতে, সে ছিল রোমান ক্যাথলিক। পিতা কার শ এসব ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না; এমন কি নিউ টেষ্টামেণ্টের কাহিনী নিয়ে যখন হাসাহাসি হত, তখন শিশু বার্ণাডকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হত।

জর্জ বার্ণাড শ

ভবাণী মুখোপধ্যায়

পৃঃ ১১

কাঁঠালের আটি হইতে পানীয় উৎপাদন

গতকল্য মঙ্গলবার পূর্ব পাকিস্থান সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কাঁঠালের আটি হইতে এক প্রকার উপাদেয় পানীয় প্রস্তুত করার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

কাঁঠালের আটি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুখাইতে হইবে এবং অতঃপর উহা ভাজিয়া লালবর্ণ হইলে গুড়া করিয়া ফেলিতে হইবে। এই গুড়ার সাহায্যে চা অথবা কফির ন্যায় একই পদ্ধতিতে পানীয় প্রস্তুত করা যাইবে। ইহা যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর।

গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কাঁঠালের আটিতে কার্বো হাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, লবণ, ও পানি জাতীয় উপাদান রহিয়াছে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা খুবই উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আজাদ

২১ শে আগষ্ট, ১৯৬৩ ইসাব্দ

ধূমপায়ীদের সুসংবাদ

বাফেলো (নিউইয়র্ক) ১৬ই আগষ্ট।—হয়তো হঠাৎ এমন এক শুভ লগ্ন আসিয়া যাইতে পারে যে, ধূমপায়ীগণ তামাকের পরিবর্ত্তে ফুল, শাকসব্জি ও এক জাতীয় ঘাসের ধূমপানে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

তামাক বিহীন সিগারেট উৎপাদনে গবেষণা কারীগণ বলেন যে, এই সকল সিগারেট যতদূর ক্ষতি সাধন করে তদপেক্ষা কম ক্ষতি-কারী সিগারেট উৎপাদনে তাহারা সক্ষম হইবেন এবং ইহাতে ধূমপানের বাসনাও চরিতার্থ হইবে। আমেরিকার বিখ্যাত ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র রসওয়েল পার্ক মেমোরিয়েল ইন্সটিটিউটে বর্ত্তমানে এই বিষয়ে গবেষণা চালান হইতেছে।

জেহাদ
৩১ শ্রাবণ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

এগিয়ে চল

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাড়ায়, তার ভাগ্যও উঠে দাড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
বিনয় ঘোষ ; পৃঃ ১৩২

সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনীর সিষ্টেমস্ কম্যাণ্ড একটি ক্ষুদ্র থার্মোইলেকট্রিক কনভারটার তৈরী করে মহাশূন্যে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এই যন্ত্র সৌরশক্তিকে সাফল্যজনকভাবে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করছে। সৌরশক্তি রূপান্তরনের কাজে ব্যবহৃত প্রচলিত সিলিকেন সেলের চেয়ে এর ওজন ও খরচ দুইই কম। আর এগুলি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জনিত ক্ষয় প্রতিরোধক। সৌরশক্তিকে মহাকাশযান পরি-চালনার কাজে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই থার্মো-ইলেকট্রিক কনভারটার এক বিরাট পদক্ষেপ।

দেশ
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

শ'র দৃষ্টিতে মোহাম্মাদ (সাঃ)

আমি বিশ্বাস করি যে, মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মত ব্যক্তি যদি বর্তমান দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি বিশ্ব-সমস্যা সমূহ এমন ভাবে সমাধান করিতেন যাহা দুনিয়ার একান্ত প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি আনয়ন করিত।

আহমদী
অক্টোবর, ১৯৫০ ইসাব্দ

O

খবর

ঢাকায় প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, বর্ত্তমানে হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য ভাল।

বন্ধুগণ হযরত সাহেবের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

*   *   *

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে নবী দিবস পালিত হইয়াছে।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কাফুরা, পঞ্চগড় প্রভৃতি স্থানে বিশেষ শান-শওকতের সহিত উক্ত দিবস পালিত হইয়াছে।

*   *   *

আগামী ৬ই অক্টোবর তারিখে 'সিরাজ উদ্দীন ইসায়ী কি চার সাওয়ালু কা জওয়াব' পুস্তিকাখানির উপর এক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

বাঙলা ভাষা ভাষীদের পরীক্ষা বাংলা ভাষাতে গৃহীত হইবে। তাহাদের সুবিধার্থে প্রশ্ন-পত্র বাংলাতে ছাপান হইতেছে।

*   *   *

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সাহেবযাদা হযরত মিঞা নাছের আহ্‌মদ সাহেব (সদর, সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, রাবওয়া) পূর্ব পাকিস্থান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসায় যোগদান করিবার জন্য খোদার ফজলে ঢাকা আসিতেছেন।

*   *   *

আগামী ২৫, ২৬, ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। আপনি এবং আপনার জমাতের সকল সক্ষম বন্ধুগণ এই জলসায় যোগদান করিতে চেষ্টা করিবেন।

———— ° ————

ভাল মন্দ সকলি যে খোদার সৃজন,
মন্দ যা ছাড়িয়া ভাল করহ গ্রহণ।
সাদীর এ উপদেশ খুব জেনো খাঁটি,
খেজুর খাইয়া যেমন ফেলে দাও আঁটি।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar